বার্ষিক প্রতিবেদন

দক্ষিণ করিয়ার সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় জুলাই-২০১৮ হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত মেয়াদে Establishment of Digital Land Management System (EDLMS) প্রকল্প শুরু করা হয়। পরবর্তীতে ১৯/০১/২০২২ তারিখে একনেকের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পটির মেয়াদ ২০২৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হলো সর্বশেষ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করা এবং মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান প্রস্তুত করা, জনগণের ভূসম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান, ভূমি বিবাদ হ্রাস, ভূমি রাজস্ব বর্ধিতকরণ এবং সরকারি ভূমি ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা অর্জনসহ একটি দক্ষ ভূমি ব্যবস্থা গড়ে তোলা। বিডিং ডকুমেন্ট প্রস্তুত ও অনুমোদন এবং কোভিড মহামারীর কারণে প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করা যায়নি।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দক্ষিণ করিয়ার আধুনিক সার্ভে প্রযুক্তির Total Survey System (TOSS), Un-manned Aerial Vehicle (UAV)/Survey Drone/Air Craft, Global Navigation Satellite System (GNSS), Electronic Total Station (ETS), PEN Computer, ল্যাপটপ কম্পিউটার, ডেস্কটপ কম্পিউটার, স্মার্ট ট্যাব ডাটাবেইজ সার্ভার, নেটওয়ার্ক ওয়েব সার্ভার, নেটওয়ার্ক জিআইএস সার্ভার প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হবে।

ইতোমধ্যে প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসাবে Lx Korea Land and Geospecial Informatics Corporation-JVA এবং DLMS ডিজিটাল জরিপ ও ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমের জন্য Samsung C&T Corporation-JVA কে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

নং	বিবরণ	জিওবি	আরপিএল	ডিপিএল	মোট	অগ্রগতির হার
১	জুন,২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	৮০৯.৩৯	০.০০	৭৬৪.২০	১৫৭৩.৫৯	৪.৪২%
২	২০২৩-২৪ অর্থ বছর অগ্রগতি	১৫২৭.২২	০.০০	৯৯৫১.০১	১১৪৭৮.২৩	৮৯.৭৪%
৩	২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	২৩৩৬.৬১	০.০০	১০৭১৫.২১	১৩০৫১.৮২	৩৪.০৩%

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে যেসা সুফল পাওয়া যাবে -

১. বিদ্যমান পদ্ধতিতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) কেবল রেকর্ড নামজারী কার্যক্রম সমাপ্ত করেন, ম্যাপ সংশোধনের সুযোগ থাকে না, এ ব্যবস্থায় নামজারীর সাথে সাথে ম্যাপ সংশোধন কনা হবে।

২. প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে সেটেলমেন্ট অফিস ও ভূমি ব্যবস্থাপনা অফিসের মধ্যে সমন্বিত ভূমি ডাটা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা হবে। যার মাধ্যমে রেকর্ড নামজারী করার সময়ই ম্যাপ সংশোধন করা যাবে। এর মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনায় রিয়েল টাইম আপডেটেশন ব্যবস্থার প্রবর্তন হবে

৩.বিদ্যমান ব্যবস্থায় এ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে, বাস্তবায়নাধীন ব্যবস্থাপনায় তার থেকে অধিকতর কম সময়ে নাগরিক ভূমি সেবা প্রদান করা যাবে।

৪.ভূমি জরিপ, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের মধ্যে নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করে অটোমেশন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে;

৫. ভূমি ডাটা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হবে বিধায় ভূমি মালিকগণ তাদের প্রত্যাশিত তথ্য সহজেই অনলাইনের মাধ্যমে জানতে পারবেন;

৬. মৌজা ম্যাপ ও মালিকানা স্বত্বের মধ্যে লিংকেজ স্থাপন করা হবে বিধায় সংশ্লিষ্ট ভূমি মালিকগণ স্ব স্ব দাগের নকশা সহজেই দেখতে পাবেন

৭. ভূমি বিবাদ হ্রাস পাবে ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় সহজতর হবে;

৮. ভূমি জরিপ ও ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা সহজ হবে;

৯ নগর পরিকল্পনা এবং এর উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভূমি সংক্রান্ত ডাটা সহজেই আদান প্রদান করা যাবে;

১০. পুরো ব্যবস্থাটি অটোমেটেড বিধায় নাগরিকগণ খুব সহজেই কাংখিত সেবা পাবে।